সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ

১৪৮, নিউ বেইলি রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৪৮৩১৩৩১০
Website: www.sgc.edu.bd

স্থাপিত – ১৯৬৬ ইং

ছাত্রী নির্দেশিকা

উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি

শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০২৩-২০২৪

সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ

১৪৮, নিউ বেইলি রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৪৮৩১৩৩১০
মোবাইল নং ঃ ০১৯৭৭১৫৪৬৭৩

ছাত্রী নির্দেশিকা

উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি

শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০২৩-২০২৪

কলেজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ঢাকা মহানগরীর বেইলী রোডে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ নারী শিক্ষার জন্য একটি অনন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একতা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও শিক্ষার মৌলিক আবেদন নিয়ে কলেজটি ৫৬ বছর যাবৎ সুনাম ও কৃতিত্বের সাথে নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। তিন একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ কলেজে রয়েছে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশসহ সুবিশাল দুটি ক্যাম্পাস যার সেতু বন্ধন তৈরী করেছে নিজস্ব একটি সংযোগ সেতু। এখানে আছে প্রকৃতিবেষ্টিত সুসজ্জিত ১২টি ভবন। ১৯৬৬ সালে মাত্র ৪২ জন ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও আজ উচ্চ মাধ্যমিক থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত প্রায় ৮০০০ জন ছাত্রীর কলকাকলিতে মুখরিত এ কলেজ। অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে শতভাগ পাশের রেকর্ড অর্জনসহ বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় ছাত্রীরা পর্যায়ক্রমে মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। ছাত্রীদের অধ্যয়নমনস্কতা, অধ্যবসায়, উচ্চাকাঙ্খা, অভিভাবকের আন্তরিক সহযোগিতা, সুচিন্তিত মতামত এবং পরামর্শ আমাদের এ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি এ কলেজের ছাত্রীরা বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে জাতীয় পর্যায়ে কলেজের সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে। ইতোমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ সমূহের মধ্যে কলেজ পারফরমেন্স র‍্যাংকিং এ সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ জাতীয় পর্যায়ের সেরা মহিলা কলেজ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়া কলেজে শিক্ষার গুণগতমান, শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন বিবেচনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ মডেল কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কলেজের শিক্ষকমন্ডলীর নিরলস পরিশ্রম, নিবেদিত পাঠদান এবং সৌহার্দপূর্ণ আচরণ ছাত্রীদের জীবন গঠন ও কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনে দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কলেজে ২৫-৩০ জন ছাত্রীর জন্য রয়েছে একজন গাইড শিক্ষক। যিনি ছাত্রীদের একাডেমিক, আর্থিক ও ব্যক্তিগত বিষয়াদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। একাডেমিক উন্নয়নের পাশাপাশি একজন ছাত্রীকে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে প্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছে বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম যেমন- বিতর্ক সংঘ, বিজ্ঞান পরিষদ, সাংস্কৃতিক পরিষদ, English Language Club, বাংলা ভাষা সংঘ। মাস্টার্সের ছাত্রীদের জন্য রয়েছে বিনামূল্যে ছয় মাস মেয়াদী Computer Course এর ব্যবস্থা। এছাড়া রয়েছে B.N.C.C. গার্ল গাইড ও রোভার স্কাউট দল। প্রকৃত দিক নির্দেশনার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারে। এজন্য রয়েছে Counseling Centre. ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মচারীবৃন্দ, অভিভাবকসহ গভর্নিং বডির সমন্বিত প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে আরও অনেক পদক্ষেপ।

সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ পরিবার একজন ছাত্রীকে শুধুমাত্র নারী হিসেবে নয় বরং দেশ ও জাতির দায়িত্বশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির পাঠ্য বিষয় সমূহ

সকল শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয় সমূহ-

১। বাংলা ২। ইংরেজি ৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বিজ্ঞান শাখা

আবশ্যিক বিষয় (৩টি) ঃ

১। পদার্থবিজ্ঞান

২। রসায়ন

৩। জীববিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত

৪র্থ/ঐচ্ছিক বিষয় (১টি) ঃ

১। উচ্চতর গণিত/জীববিজ্ঞান/পরিসংখ্যান

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

আবশ্যিক বিষয় (৩টি) ঃ

(ক) হিসাববিজ্ঞান

(খ) ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

(গ) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা/উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন (মার্কেটিং)

৪র্থ/ঐচ্ছিক বিষয় (১টি) ঃ

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন (মার্কেটিং) / ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা/ অর্থনীতি/ভূগোল/পরিসংখ্যান

মানবিক শাখা

আবশ্যিক বিষয় (৩টি) ঃ

১। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি/অর্থনীতি

২। পৌরনীতি ও সুশাসন/সমাজকর্ম

৩। ভূগোল/যুক্তিবিদ্যা

৪র্থ/ঐচ্ছিক বিষয় (১টি) ঃ

মনোবিজ্ঞান/গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

একই বিষয় আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নেয়া যাবে না।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে পাঠ্য বিষয় সমূহের বিষয় কোড নম্বর ঃ-

সকল শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়ঃ

১। বাংলা ১ম ও ২য় পত্র - ১০১, ১০২

২। ইংরেজি ১ম ও ২য় পত্র - ১০৭, ১০৮

৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি- ২৭৫

বিজ্ঞান শাখা

ক্রঃ নং	বিষয়	পত্র	বিষয় কোড
১	পদার্থবিজ্ঞান	১ম ও ২য়	১৭৪, ১৭৫
২	রসায়ন	১ম ও ২য়	১৭৬, ১৭৭
৩	উচ্চতর গণিত	১ম ও ২য়	২৬৫, ২৬৬
৪	জীববিজ্ঞান	১ম ও ২য়	১৭৮, ১৭৯
৫	পরিসংখ্যান	১ম ও ২য়	১২৯, ১৩০

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

ক্রঃ নং	বিষয়	পত্র	বিষয় কোড
১	হিসাববিজ্ঞান	১ম ও ২য়	২৫৩, ২৫৪
২	ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা	১ম ও ২য়	২৭৭, ২৭৮
৩	ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বীমা	১ম ও ২য়	২৯২, ২৯৩
৪	উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন (মার্কেটিং)	১ম ও ২য়	২৮৬, ২৮৭
৫	পরিসংখ্যান	১ম ও ২য়	১২৯, ১৩০
৬	ভূগোল	১ম ও ২য়	১২৫, ১২৬
৭	অর্থনীতি	১ম ও ২য়	১০৯, ১১০

মানবিক শাখা

ক্রঃ নং	বিষয়	পত্র	বিষয় কোড
১	অর্থনীতি	১ম ও ২য়	১০৯, ১১০
২	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	১ম ও ২য়	২৬৭, ২৬৮
৩	পৌরনীতি ও সুশাসন	১ম ও ২য়	২৬৯, ২৭০
৪	সমাজকর্ম	১ম ও ২য়	২৭১, ২৭২
৫	মনোবিজ্ঞান	১ম ও ২য়	১২৩, ১২৪
৬	ভূগোল	১ম ও ২য়	১২৫, ১২৬
৭	যুক্তিবিদ্যা	১ম ও ২য়	১২১, ১২২
৮	গার্হস্থ্য বিজ্ঞান	১ম ও ২য়	২৭৩, ২৭৪

কলেজের বৈশিষ্ট্যসমূহ

* মেধাসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান ও সুদক্ষ শিক্ষকমন্ডলী
* উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সন্তোষজনক ফলাফল
* ভাল ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তির ব্যবস্থা
* মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য
* সকল ছাত্রীদের জন্য গাইড শিক্ষকের ব্যবস্থা
* ডিজিটাল কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, সেমিনার ও ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি
* ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার ল্যাব
* মাল্টিমিডিয়াসহ সুসজ্জিত শ্রেণিকক্ষ
* সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রীদের পূর্ণ মানসিক বিকাশে সহায়তা
* প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত সুবিশাল ক্যাম্পাস
* সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
* সুপেয় পানির ব্যবস্থা

কলেজ বার্ষিকী ঃ

শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন, প্রজ্ঞা ও সৃজনশীলতার পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে প্রতি বছর নির্ধারিত সময়ে কলেজ বার্ষিকী প্রকাশ করা হয়।

কলেজ ক্যান্টিন ঃ

ছাত্রীদের সুবিধার্থে ক্যাম্পাসের ভিতরে ২টি ক্যান্টিনে মানসম্মত খাবারের ব্যবস্থা আছে। খাবারের মূল্য তালিকা সকলের অবগতির জন্য নোটিশ বোর্ডে দেয়া হয়।

কলেজ গ্রন্থাগার ঃ

গ্রন্থাগারে বই পাঠ এবং বই সংগ্রহের জন্য দুই ধরণের কার্ড দেয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্রীকে সরবরাহকৃত নিয়মাবলী অনুসরণ করে গ্রন্থাগারে বই পাঠ ও সংগ্রহ করতে হয়। এছাড়াও কলেজে ভ্রাম্যমান লাইব্রেরীর ব্যবস্থা রয়েছে।

বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরী ঃ

ছাত্রীদের কলেজে এসে স্ব স্ব বিভাগে পড়ার সুবিধার্থে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য প্রতিটি বিভাগের আলাদা সেমিনার লাইব্রেরী রয়েছে।

রিপোর্ট কার্ড ও অভিভাবক সাক্ষাৎকার ঃ

প্রত্যেক পরীক্ষার ফল রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে অভিভাবকদের কাছে পৌঁছানো হয়। এছাড়া প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর অভিভাবকদের কলেজ ক্যাম্পাসে আমন্ত্রন করা হয় এবং ছাত্রীদের সার্বিক মূল্যায়ন অবগত করা হয়।

পাঠ পরিকল্পনা ঃ

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির সিলেবাসকে ৪টি ভাগে ভাগ করে বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা হয় এবং সেমিস্টার অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়া হয়। ভর্তির পরপরই প্রত্যেক ছাত্রীর হাতে পাঠ পরিকল্পনা ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার তুলে দেওয়া হয়।

কোর্স পদ্ধতির বিবরণ ঃ

একাদশ শ্রেণি ঃ ১ম টিউটোরিয়াল - ২৫ নম্বর
১ম সেমিস্টার - ১০০ নম্বর/৭৫ নম্বর
২য় টিউটোরিয়াল/ব্যবহারিক - ২৫ নম্বর
২য় সেমিস্টার - ১০০ নম্বর/৭৫ নম্বর

দ্বাদশ শ্রেণি ঃ ১ম টিউটোরিয়াল - ২৫ নম্বর
প্রাক নির্বাচনী - ১০০ নম্বর/৭৫ নম্বর
২য় টিউটোরিয়াল/ব্যবহারিক - ২৫ নম্বর।
নির্বাচনী - ১০০ নম্বর/৭৫ নম্বর
প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা ঃ সকল বিষয় (১ম ও ২য় পত্র)

ফলাফলঃ

১ম ও ২য় সেমিস্টার পরীক্ষায় প্রাপ্ত গড় নম্বরের ভিত্তিতে একজন ছাত্রীকে একাদশ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করা হয়। দ্বাদশ শ্রেণির চূড়ান্ত ফলাফল অনুরূপ ভাবে মূল্যায়ন করা হয়।

সহ-পাঠ্যক্রম ঃ

আন্তঃক্রীড়া, বহিঃক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী, বিজ্ঞান মেলা, হস্তশিল্প প্রদর্শনী, গার্লস ইন-স্কাউট, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর, ডিবেটিং ক্লাব, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, আবৃত্তি সংঘ, বাংলা ভাষা সংঘ ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়। এসব কর্মকান্ড ছাত্রীদের পূর্ণ মানসিক বিকাশে সাহায্য করে।

কলেজ ইউনিফর্ম ঃ

ছাত্রীদের অবশ্যই কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত রং ও ডিজাইনের পোশাক পরিধান করে কলেজে প্রবেশ করতে হবে। নির্দিষ্ট পোশাক ছাড়া কোন ছাত্রীকে কলেজে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

ইউনিফর্মের বিবরণ ঃ

সাদা রংয়ের সালোয়ার ও কামিজ, সাদা ওড়না ও সাদা বেল্ট, সাদা কেড্স ও মোজা, শীতকালে নেভীব্লু সোয়েটার। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রীদের ল্যাব ক্লাসের সময় সাদা এপ্রোন পরিধান করতে হবে।

ইউনিফর্মের মাপ নিম্নরূপ ঃ

১। জামার লম্বা হাঁটু পর্যন্ত
২। জামার হাতের লম্বা কনুই পর্যন্ত/ফুল হাতা
৩। গলা ৫.৫ ইঞ্চি এবং কোট কলার হবে
৪। কামিজ/সালোয়ারে পকেট হবে

বহিষ্কার ও ভর্তি বাতিল ঃ

নিম্নোক্ত যে কোন কারণে পূর্ব সতর্কীকরণ ছাড়াই কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি বাতিল করতে পারে।
১। কলেজের অনুমতি ব্যতিরেকে দীর্ঘ অনুপস্থিতি।
২। যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া পরীক্ষায় অনুপস্থিতি।
৩। অসদাচরণ করা।
৪। কলেজের সম্পদ নষ্ট করা।
৫। আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ করা।
৬। কলেজের নিয়ম কানুন ভঙ্গ করা।
৭। ক্লাসে উপস্থিতি ৭৫% এর কম থাকা।
৮। কলেজে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা।

আচরণ বিধি ও নিয়ম শৃঙ্খলা ঃ

একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর পরিচয় কেবল তার ভালো ফলাফলেই নয়, সামগ্রিক আচার-আচরণ ও নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলার উপরেও নির্ভর করে। তাই ছাত্রীকে নিম্নোক্ত আচরণ বিধি ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে-

১। একাদশ শ্রেণির ছাত্রীদেরকে সকাল ৮.০০ টার পূর্বে কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ক্লাসে অবস্থান করতে হবে।

২। ইউনিফর্ম ছাড়া কোন ছাত্রী কলেজে প্রবেশ করতে পারবে না।

৩। কলেজ চলাকালীন সময়ে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে ইনচার্জ অথবা সার্বক্ষণিক শৃঙ্খলারক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষক জনাব জাফিয়া আক্তার এর সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে হবে।

৪। প্রত্যেক ছাত্রীকে পড়াশুনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে রিপোর্ট কার্ডের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট পরামর্শ নিতে হবে। ভর্তির ফরমে উল্লেখিত বর্তমান ঠিকানা ও ফোন নম্বর পরিবর্তন হলে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট কার্ডের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে জানাতে হবে।

৫। কোন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকা যাবে না। ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে প্রতিদিনের জন্য ৩০/- (ত্রিশ) টাকা হিসেবে জরিমানা পরিশোধ করতে হবে।

৬। অসুস্থতাজনিত কারণে অনুপস্থিত ছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার তিন দিনের মধ্যে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন বা সার্টিফিকেট সহকারে আবেদনপত্র রিপোর্ট কার্ডের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে এবং উক্ত আবেদনপত্র পরবর্তী প্রত্যেক ক্লাসে শিক্ষককে অবগত করাতে হবে।

৭। কোন ছাত্রী ৭৫% এর কম উপস্থিত থাকলে তাকে সেমিস্টার পরীক্ষার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে এবং প্রবেশপত্র প্রদান করা হবে না।

৮। **কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ।**

৯। অভ্যন্তরীণ সকল পরীক্ষার (টিউটোরিয়াল, ১ম সেমিস্টার, ২য় সেমিস্টার) গড় নম্বরের ভিত্তিতে একজন ছাত্রীকে ১ম বর্ষ থেকে দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ করা হবে এবং প্রাক নির্বাচনী ও নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হবে।

১০। কলেজের শৃংখলা বহির্ভূত কোন আচরণ প্রতীয়মান হলে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বৃত্তি, পুরস্কার ও অনুদান

ফজলুল করিম স্মৃতি বৃত্তি ঃ

কলেজ পরীক্ষায় উঃ মাঃ ১ম বর্ষের ও ডিগ্রী পাস ১ম বর্ষের আন্তঃ পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শীর্ষস্থান অধিকারী ছাত্রীকে ফজলুল করিম স্মৃতি বৃত্তি খাত থেকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। স্নাতক শ্রেণিতে (বাণিজ্য, বিজ্ঞান, মানবিক শাখায়) ১ম স্থান অধিকারীকে মাসিক ২০০/- (দুইশত) টাকা হারে এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে (বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানবিক শাখায়) ১ম স্থান অধিকারীকে মাসিক ১৫০/-

(একশত পঞ্চাশ) টাকা হারে এক বছরের সমপরিমাণ অর্থ এককালীন প্রদান করা হয়।

জামিন উদ্দিন আকন্দ স্মৃতি পুরস্কার ঃ

বাৎসরিক সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, আন্তঃক্রীড়া ও বহিঃ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জনকারী তিনজন ছাত্রীকে জামিন উদ্দিন আকন্দ স্মৃতি পুরস্কার তহবিলের অর্জিত আয় থেকে পুরস্কার বাবদ ক্রেস্ট ও অর্থ প্রদান করা হয়।

জামিন উদ্দিন আকন্দ স্মৃতি বৃত্তি ঃ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ১ম বর্ষের পরীক্ষায় বিজ্ঞান অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রীকে দেয়া হয়।

জাহানারা আহমদ স্মৃতি বৃত্তি ঃ

বাণিজ্য অনুষদের তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত সম্মান ২য় বর্ষের পরীক্ষায় অত্র কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ জিপিএ/নম্বর অর্জনকারী ছাত্রীকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। (প্রত্যেক কোর্সে জিপিএ-৩/সমমান এবং কমপক্ষে ৭৫% উপস্থিতি থাকতে হবে।)

সালেহা খানম ও মুস্তাফিজুর রহমান খান স্মৃতি বৃত্তি ঃ

বিজ্ঞান অনুষদের সম্মান ৩য় বর্ষের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অত্র কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ জিপিএ/নম্বর অর্জনকারী ছাত্রীকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।

কাজী আব্দুল করিম স্মৃতি বৃত্তি ঃ

সম্মান শ্রেণিতে ৩য় বর্ষ মানবিক শাখার কোর্স সমূহে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অত্র কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ জিপিএ/নম্বর অর্জনকারী ছাত্রীকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। (প্রত্যেক কোর্সে জিপিএ-৩ /সমমান, কমপক্ষে ৭৫% উপস্থিতি এবং ৪র্থ বর্ষে অধ্যয়নরত হতে হবে।)

শামসুন্নাহার আহসান স্মৃতি বৃত্তি তহবিল ঃ

বৃত্তি প্রদানের শর্তসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। সম্মান ২য় বর্ষে ইংরেজি বিভাগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রীকে দেয়া হবে।

২। ৭৫% উপস্থিতি, প্রতি বিষয়ে জিপিএ ৩.০০ বা সমমানের নম্বর পেতে হবে।

৩। কলেজের ৩য় বর্ষে অধ্যয়নরত হতে হবে।

কানিজ বাতুল স্মৃতি অনুদান ঃ এই কলেজের মেধাবী ও দুস্থ ছাত্রীকে এককালীন দেয়া হয়।

গুলশান আরা বেগম স্মৃতি বৃত্তিঃ

জনাব জাওয়াহিরুল গনি, পিতাঃ মরহুম এম.এ.গনি. র‍্যাংগস ওয়াটারফ্রন্ট এ্যাপার্টমেন্ট নং ই-৭, রোড নং ১৫, বাড়ী নং ১ গুলশান, ঢাকা তাঁর প্রয়াত স্ত্রী ও অত্র কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক গুলশান আরা বেগম এর স্মৃতি রক্ষার্থে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের ছাত্রীদের জন্য "গুলশান আরা বেগম স্মৃতি তহবিল" নামে একটি বৃত্তি চালু করেন।

বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ হবে ঃ

১। এইচ, এস, সি ১ম বর্ষের আন্তঃপরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মানবিক বিভাগে সর্বোচ্চ জিপিএ (অর্থনীতিসহ) অর্জনকারী ছাত্রী বিবেচিত হবে। ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত হতে হবে।

২। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অনার্স ২য় বর্ষের পরীক্ষায় অর্থনীতিসহ ব্যবস্থাপনা ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগে অত্র কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ জিপিএ অর্জনকারী ছাত্রী বিবেচিত হবে। ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অত্র কলেজের ৩য় বর্ষে অবশ্যই অধ্যয়নরত হতে হবে।

৩। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অনার্স ২য় বর্ষের পরীক্ষায় সমাজকর্ম বিভাগে অর্থনীতিসহ অত্র কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ জিপিএ/নম্বর অর্জনকারী ছাত্রী বিবেচিত হবে। ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অত্র কলেজের ৩য় বর্ষে অবশ্যই অধ্যয়নরত হতে হবে।

সৈয়দ শহীদ উল্লাহ স্মৃতি বৃত্তি ঃ

দিলরুবা বেগম, প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, ঢাকা কর্তৃক তাঁর স্বামী-মৃত সৈয়দ শহীদ উল্লাহ এর স্মৃতি রক্ষার্থে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা দান পূর্বক সৈয়দ শহীদ উল্লাহ স্মৃতি বৃত্তি তহবিল চালু করেন। প্রতি বছর উক্ত অর্থ দ্বারা অর্জিত মুনাফা থেকে ২ (দুই) জন ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

১) দ্বাদশ শ্রেণির নির্বাচনী পরীক্ষায় মানবিক বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর/মান অর্জনকারী ছাত্রী এই বৃত্তি অর্জন করবে।
২) কলেজের সমাজকর্ম বিভাগে অনার্স ১ম বর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর/মান অর্জনকারী ছাত্রী এই বৃত্তি প্রাপ্ত হবে।
৩) উভয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নম্বর/মান অর্জনকারী ছাত্রী দুই বা ততোধিক হলে বৃত্তির অর্থ সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হবে।

খান সাহেব এমএ হাফিজ স্মৃতি বৃত্তি ঃ

বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ ঃ
১) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অনার্স তৃতীয় বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় যে কোন বিষয়ে (কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত) সর্বোচ্চ নম্বর/মান অর্জনকারী ছাত্রীদের মধ্য থেকে গরীব ও মেধাবী দুই জন ছাত্রী এই বৃত্তি অর্জন করবে। তবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ বা দ্বিতীয় শ্রেণি প্রাপ্ত হতে হবে।
২) সরকারি বা অন্য কোন বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী এই বৃত্তির জন্য বিবেচিত হবে না। কলেজের কল্যাণ তহবিল থেকে টিউশন ফি বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না।
৩) উভয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নম্বর/ মান অর্জনকারী ছাত্রী দুই এর অধিক হলে বৃত্তির অর্থ তাদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে দেয়া হবে। এই বৃত্তি প্রদানের জন্য কলেজ কর্তৃক গঠিত ছাত্রী নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এই কমিটিতে দাতার একজন প্রতিনিধি অবশ্যই থাকবে।

"লায়লাতুন নাহার মোস্তফা স্মৃতি বৃত্তি তহবিল" ঃ

জনাব নাসরীন আহমেদ, প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, ঢাকা, কর্তৃক তাহার প্রয়াত মাতা লায়লাতুন নাহার মোস্তফা এর স্মৃতি রক্ষার্থে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের জন্য লায়লাতুন নাহার মোস্তফা স্মৃতি বৃত্তি তহবিল নামে একটি ট্রাস্ট তহবিল চালু করা হয়। দাতা কর্তৃক চিরতরে প্রদত্ত ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা কোন লাভজনক ব্যাংকে বিনিয়োগ করে সুদ/মুনাফা/লভ্যাংশ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা বাৎসরিক বৃত্তি বা অনুদান প্রদান করা হয়।

বৃত্তি বা অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ ঃ

(ক) বাৎসরিক অর্জিত মুনাফা/সুদ/লভ্যাংশের অর্ধেক অর্থ দ্বারা কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখার (জীববিজ্ঞান বিষয়টি থাকবে) বা উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের এক জন দরিদ্র মেধাবী ছাত্রীকে শিক্ষা ব্যয় মেটানোর জন্য বৃত্তি বা অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়।
(খ) লভ্যাংশের বাকী অর্ধেক অর্থ কলেজের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার ব্যয় মেটানোর জন্য অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়।

খন্দকার আবু আহমেদ শিক্ষা বৃত্তি ঃ

অধ্যাপক ডাঃ খন্দকার এজাজ আহমেদ, পরিচালক, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, তার প্রয়াত পিতা "খন্দকার আবু আহমেদ" এর স্মৃতি রক্ষার্থে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি চালু করেন।

বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

i) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত সম্মান ৩য় বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর/ মান অর্জনকারী ১(এক) জন কৃতকার্য ছাত্রী এই বৃত্তি অর্জন করবে।

ii) কলেজ কর্তৃক গৃহীত উচ্চ মাধ্যমিক ২য় বর্ষের নির্বাচনী পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় সর্বোচ্চ নম্বর/মান অর্জনকারী ১(এক) জন কৃতকার্য ছাত্রী এই বৃত্তি অর্জন করবে।

iii) সরকারি বা অন্য কোন বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী এই বৃত্তির জন্য বিবেচিত হবে না। সেক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে পরবর্তী সর্বোচ্চ নম্বর অর্জনকারী ছাত্রী বিবেচিত হবে।

খন্দকার নূরজাহান বেগম শিক্ষা বৃত্তি ঃ

অধ্যাপক ডাঃ খন্দকার এজাজ আহমেদ, পরিচালক, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, তার মাতা "খন্দকার নূরজাহান বেগম" এর নামে বর্তমানে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি চালু করেন।

বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

i) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত সম্মান ৩য় বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অর্থনীতি বিষয়ে অত্র কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর/মান অর্জনকারী ১(এক) জন কৃতকার্য ছাত্রী এই বৃত্তি অর্জন করবে।

ii) কলেজ কর্তৃক গৃহীত উচ্চ মাধ্যমিক ২য় বর্ষের নির্বাচনী পরীক্ষায় ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় অত্র কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর/মান অর্জনকারী ১(এক) জন কৃতকার্য ছাত্রী এই বৃত্তি অর্জন করবে।

iii) সরকারি বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী এই বৃত্তির জন্য বিবেচিত হবে না। সেক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে পরবর্তী সর্বোচ্চ নম্বর অর্জনকারী ছাত্রী বিবেচিত হবে।

ডঃ মোঃ আব্দুল মতিন ভূঁঞা স্মৃতি বৃত্তি ঃ

ফিরোজা বেগম, প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ কর্তৃক নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদের নামে (১। মৃত ডঃ মোঃ আব্দুল মতিন ভূঁঞা (স্বামী), ২। মৃত মোঃ মফিজ উদ্দিন ভূঁঞা (শ্বশুড়), ৩। মৃত সিদ্দিকা বানু (শ্বাশুড়ী), ৪। প্রিন্সিপাল মৃত মোঃ নুরুল করিম (পিতা), ও ৫। মৃত আসমা খানম (মাতা) শিক্ষা বৃত্তি চালু করেন।

দাতা কর্তৃক প্রদত্ত = ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা কোন ব্যাংক বা লাভজনক ব্যবসায় বা অর্থ লগ্নীকারী সংস্থায় খাটিয়ে সুদ/মুনাফা/লভ্যাংশ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান করা হবে। (ক) দাতা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের বাৎসরিক অর্জিত সুদ/মুনাফা/লভ্যাংশ সমান ভাবে ভাগ করিয়া গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের ২ (দুই) জন অসচ্ছল মেধাবী ছাত্রীকে এই বৃত্তি প্রদান করা হবে।

(খ) বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ হবে ঃ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত সম্মান ২য় বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে অত্র কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর/মান অর্জনকারী পর্যায়ক্রমে ২ (দুই) জন অসচ্ছল কৃতকার্য ছাত্রী এই বৃত্তি অর্জন করবে।

মহব্বত আলী স্মৃতি বৃত্তি ঃ

আলী রীয়াজ, ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তাঁর পিতার নামে **"মহব্বত আলী স্মৃতি বৃত্তি"** চালু করেন। দাতা কর্তৃক প্রদত্ত মোট =২,৫০,০০০/-(দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা কোন ব্যাংক বা লাভজনক ব্যবসায় বা অর্থ লগ্নীকারী সংস্থায় খাটিয়ে সুদ/মুনাফা/লভ্যাংশ দ্বারা বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

(ক) দাতা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের বাৎসরিক অর্জিত সুদ/মুনাফা/লভ্যাংশ দ্বারা সমাজকর্ম বিভাগের ০১(এক) জন মেধাবী ছাত্রীকে এই বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

(খ) বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ হইবে ঃ

i) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত সম্মান ১ম বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় সমাজকর্ম বিষয়ে অত্র কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর/মান অর্জনকারী ০১(এক) জন কৃতকার্য ছাত্রী এই বৃত্তি অর্জন করিবে।

ii) সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী এই বৃত্তির জন্য বিবেচিত হইবে না। সেক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে পরবর্তী সর্বোচ্চ নম্বর অর্জনকারী ছাত্রী বিবেছিত হইবে।

iii) সুদ/মুনাফা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ প্রতি বছর কলেজ/বোর্ড/সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ফলাফল প্রকাশের পর উত্তোলন করে নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক প্রদান করা হইবে।

iv) বৃত্তি গ্রহীতাকে একটি সনদপত্র প্রদান করা হইবে।

বিলকিস আরা স্মৃতি বৃত্তি ঃ আলী রীয়াজ, ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তাঁর মাতার নামে **"বিলকিস আরা স্মৃতি শিক্ষা বৃত্তি"** চালু করেন। দাতা কর্তৃক প্রদত্ত মোট =২,৫০,০০০/-(দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা কোন ব্যাংক বা লাভজনক ব্যবসায় বা অর্থ লগ্নীকারী সংস্থায় খাটিয়ে সুদ/মুনাফা/লভ্যাংশ দ্বারা বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

(ক) দাতা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের বাৎসরিক অর্জিত সুদ/মুনাফা/লভ্যাংশ দ্বারা সমাজকর্ম বিভাগের ০১(এক) জন মেধাবী ছাত্রীকে এই বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

(খ) বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ হইবে ঃ

i) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত সম্মান ১ম বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় সমাজকর্ম বিষয়ে অত্র কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর/মান অর্জনকারী ০১(এক) জন কৃতকার্য ছাত্রী এই বৃত্তি অর্জন করিবে।

ii) সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী এই বৃত্তির জন্য বিবেচিত হইবে না। সেক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে পরবর্তী সর্বোচ্চ নম্বর অর্জনকারী ছাত্রী বিবেছিত হইবে।

iii) সুদ/মুনাফা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ প্রতি বছর কলেজ/বোর্ড/সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ফলাফল প্রকাশের পর উত্তোলন করে নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক প্রদান করা হইবে।

iv) বৃত্তি গ্রহীতাকে একটি সনদপত্র প্রদান করা হইবে।

সরকার প্রবর্তিত ছাত্রী উপবৃত্তি ঃ

প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক একাদশ শ্রেণির (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) আবেদনকৃত ছাত্রীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক ছাত্রী সরকার কর্তৃক উপবৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

ছাত্রীকল্যাণ তহবিল ঃ

ছাত্রীদের নিকট থেকে এ খাতে সংগৃহীত অর্থ থেকে প্রতি বছর আবেদনকারী ছাত্রীদের মধ্য থেকে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রী নির্বাচন করে অর্থ প্রদান করা হয়।

শিক্ষক পরিচিতি

অধ্যক্ষঃ পারভীন হোসেন (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)

বাংলা বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব জাকিয়া আফরোজ সুরভি	সহযোগী অধ্যাপক
০২	জনাব আফরোজা সুলতানা	সহযোগী অধ্যাপক
০৩	জনাব তাহামিনা হক	সহকারী অধ্যাপক
০৪	জনাব শারমিন আক্তার	প্রভাষক
০৫	জনাব জান্নাতুল মাওয়া	প্রভাষক
০৬	জনাব জুবাইদা গুলশান	প্রভাষক (খন্ডকালীন)
০৭	জনাব ফেরদৌসি তমা	প্রভাষক (খন্ডকালীন)

ইংরেজি বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব তসলিমা আক্তার	সহযোগী অধ্যাপক
০২	জনাব ফারজানা আফরোজ	সহযোগী অধ্যাপক
০৩	জনাব গোলাপ আহমদ চৌধুরী	সহকারী অধ্যাপক
০৪	জনাব হাদিসা আক্তার ভূঁইয়া	সহযোগী অধ্যাপক
০৫	জনাব মাহমুদুল হাসান	সহযোগী অধ্যাপক
০৬	জনাব ফারজানা খানম	সহকারী অধ্যাপক
০৭	জনাব মো: রোকন উদ্দিন	প্রভাষক
০৮	জনাব লিপি রানী ঘোষ	প্রভাষক
০৯	জনাব কামরুন নাহার কণক	প্রভাষক (খন্ডকালীন)

আইসিটি বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব অপরেশ চন্দ্র সাহা	সহযোগী অধ্যাপক
০২	জনাব মোঃ মোবারক হোসেন	সহকারী অধ্যাপক
০৩	জনাব ফারজানা আক্তার	প্রভাষক

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব জাহান আরা বকু	সহযোগী অধ্যাপক
০২	জনাব রুহুল কুদ্দুস মোঃ ফরহাদ	সহযোগী অধ্যাপক
০৩	জনাব সানজিদা চৌধুরী	প্রভাষক (খন্ডকালীন)

রসায়ন বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব মমতাজ বেগম	সহকারী অধ্যাপক
০২	ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান	সহকারী অধ্যাপক
০৩	জনাব লুবনা আহমেদ	প্রভাষক (খন্ডকালীন)

গণিত বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান	সহযোগী অধ্যাপক
০২	জনাব বিলকিস আক্তার	প্রভাষক
০৩	জনাব তানিয়া সুলতানা	প্রভাষক (খন্ডকালীন)

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব লতিফা ইয়াছমিন	সহযোগী অধ্যাপক
০২	জনাব সেলিনা আকতার	সহযোগী অধ্যাপক
০৩	জনাব শাহান আরা আক্তার	সহযোগী অধ্যাপক
০৪	জনাব ফারহানা আক্তার	প্রভাষক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান	প্রভাষক
০২	জনাব নাজমুন নাহার	প্রভাষক (খন্ডকালীন)

প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব রেহানা বেগম	সহকারী অধ্যাপক
০২	জনাব সানজিদা আফরিন	প্রভাষক (খন্ডকালীন)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব মোছাঃ গুলশান আরা বেগম	সহকারী অধ্যাপক
০২	জনাব মৌমিতা সেন	প্রভাষক (খন্ডকালীন)

সমাজকর্ম বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব মনোয়ারা বেগম	সহযোগী অধ্যাপক
০২	জনাব রীপা শরীফ	সহযোগী অধ্যাপক
০৩	জনাব ফাতেমা বিলকিস	সহকারী অধ্যাপক
০৪	জনাব ইতি রানী সাহা	সহকারী অধ্যাপক
০৫	জনাব রহিমা শহীদ লিপন	সহকারী অধ্যাপক
০৬	জনাব ফারজানা আফরোজ	প্রভাষক
০৭	জনাব খান সাদিয়া আফরিন	প্রভাষক (খন্ডকালীন)

অর্থনীতি বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব তাছলিমা সুলতানা	সহযোগী অধ্যাপক
০২	জনাব মীর মো: জাহাঙ্গীর আলম	সহযোগী অধ্যাপক
০৩	ড. মুহাম্মদ এমরান হোসাইন	সহযোগী অধ্যাপক
০৪	জনাব মো: মশিউর রহমান	সহযোগী অধ্যাপক
০৫	জনাব শাম-ঈ-হিরমাইন	প্রভাষক (খন্ডকালীন)

দর্শন বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব জান্নাতুল নাঈম	সহকারী অধ্যাপক
০২	জনাব নাজমুন নাহার	প্রভাষক

গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব লতিফা বেগম স্বপ্না	সহকারী অধ্যাপক
০২	জনাব তাসনীম চৌধুরী	সহকারী অধ্যাপক
০৩	জনাব রোজিনা	সহকারী অধ্যাপক
০৪	জনাব ইসরাত জাহান	প্রভাষক (খন্ডকালীন)

মনোবিজ্ঞান বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব পারভীন হোসেন	সহযোগী অধ্যাপক
০২	জনাব ফাহিমা সুলতানা	সহকারী অধ্যাপক

ভূগোল বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব যুথিকা দাস	সহযোগী অধ্যাপক
০২	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান	প্রভাষক

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব মুহা: সাদেকীন রহমান ভূঞা	সহযোগী অধ্যাপক
০২	জনাব তানিয়া আক্তার	সহযোগী অধ্যাপক
০৩	জনাব মো: হোসেন আলী	সহযোগী অধ্যাপক
০৪	জনাব মনোজ কুমার পাল	সহযোগী অধ্যাপক
০৫	জনাব সিকদার মো: ওয়াহিদুল ইসলাম	সহকারী অধ্যাপক
০৬	জনাব আসমাউল হুসনা	প্রভাষক (খন্ডকালীন)

ফিন্যান্স বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব মো: ফরিদ উদ্দিন মাসুদ	প্রভাষক
০২	জনাব তাহমিনা আমিন	প্রভাষক
০৩	জনাব আফসানা হক	প্রভাষক
০৪	জনাব ইশরাত জাহান	প্রভাষক
০৫	জনাব সামিহা তাবসসুম	প্রভাষক

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব শামীমা গুলশান	সহযোগী অধ্যাপক
০২	জনাব মোহাম্মদ বাবুল মিঞা	সহযোগী অধ্যাপক
০৩	জনাব মানসী ভট্টাচার্য্য	সহযোগী অধ্যাপক
০৪	জনাব সালেহা আক্তার	সহযোগী অধ্যাপক
০৫	জনাব ফরিদা ইয়াসমীন খান	সহযোগী অধ্যাপক
০৬	জনাব তানভিরুন কাউনাইন	প্রভাষক
০৭	জনাব নুসরাত জালাল	প্রভাষক (খন্ডকালীন)

মার্কেটিং বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব মো: মনোয়ারুল কবির	সহযোগী অধ্যাপক
০২	জনাব শুভ্রা বর্মন	সহকারী অধ্যাপক
০৩	জনাব নুজাহাত বিনতে হোসাইন	সহকারী অধ্যাপক
০৪	জনাব নাদিরা ফারজানা	প্রভাষক
০৫	জনাব মো: মাহবুবুল হক	প্রভাষক
০৬	জনাব নুসরাত শারমিন	প্রভাষক
০৭	জনাব তাসনুভা ইকবাল	প্রভাষক

পরিসংখ্যান বিভাগ

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব আ.ফ.ম. ছানাউল্লাহ	সহযোগী অধ্যাপক

বিবিএ প্রফেশনাল

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব রেহানা পারভীন	প্রভাষক
০২	জনাব এলিসা কাদির	প্রভাষক (খন্ডকালীন)

গ্রন্থাগার

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব নাজমুন নাহার রিক্তা	গ্রন্থাগার প্রভাষক
০২	জনাব সৈয়দা সালমা আক্তার	সহ: শিক্ষক

ডেমোনেস্ট্রেটর

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব আনন্দ সাহা	ডেমোনেস্ট্রেটর
০২	জনাব ইফফাত রায়হানা	ডেমোনেস্ট্রেটর (খন্ডকালীন)
০৩	জনাব যোবায়দা আফরোজ	ডেমোনেস্ট্রেটর (খন্ডকালীন)
০৪	জনাব আফসানা সিদ্দীকা	ডেমোনেস্ট্রেটর (খন্ডকালীন)
০৫	মুসলিমা খাতুন	ডেমোনেস্ট্রেটর (অতিথি)

শরীর চর্চা শিক্ষক

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম	পদবী
০১	জনাব মোসাঃ জাফিয়া আক্তার	শরীর চর্চা শিক্ষক

এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণিতে পাঠদান করে থাকেন।

অফিস কর্মকর্তা-কর্মচারী

নাম ও পদবী	নাম ও পদবী
১। মোঃ জহুরুল হক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯। হালিমা খাতুন, সেমিনার সহকারী
২। মোহাম্মদ আব্দুর রব, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১০। কানিজ ফাতেমা রূপা, হিসাব সহকারী
৩। তারানা হাসান, শাখা কর্মকর্তা	১১। রানু আক্তার, ক্যাশিয়ার
৪। মোঃ মামুন আর রশীদ চৌধুরী, শাখা কর্মকর্তা	১২। শারমিন সুলতানা, সেমিনার সহকারী
৫। মোঃ আমিনুল ইসলাম, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১৩। মোঃ শরিফুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার
৬। মোঃ হামিদুল ইসলাম, শাখা কর্মকর্তা	১৪। কানিজ ফাতেমা লিপা, সেমিনার সহকারী
৭। নুসরাত তারান্নুম, ক্যাশিয়ার	১৫। সায়মা কোরাইশী, হোস্টেল সহকারী (খন্ডকালীন)
৮। মোঃ জাবেদ ভূঁইয়া, কম্পিউটার অপারেটর	১৬। আবু হোসাইন মোঃ মালেকুল ইসলাম, ড্রাইভার

কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ